কালের কণ্ঠ

তারিখ 19 JAN 2016
পৃঃ ১৫ কলাম ২

‘শিক্ষকদের সম্মান করা রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব’

শিক্ষকদের সম্মান কোনো আপেক্ষিক বিষয় না যে ইচ্ছা হলো সম্মান করলাম আর ইচ্ছা হলো না, করলাম না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্মান করা রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব। আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কথা বলতে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। এই উদ্যোগের প্রশংসা না করে পারা যায় না। প্রধানমন্ত্রীর এই আমন্ত্রণের পর হয়তো শিক্ষকরা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাবেন। সমাধানেরও হয়তো একটা পথ সৃষ্টি হবে। শিক্ষাঙ্গনে আবারও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে

বদিউল আলম মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদক ►

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা একটি সম্মানের কাজ। এটা বাস্তবেও আমাদের মানতে হবে। শিক্ষকদের সম্মান কোনো আপেক্ষিক বিষয় না যে ইচ্ছা হলো সম্মান করলাম আর ইচ্ছা হলো না, করলাম না। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্মান করা রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব। এমন মন্তব্য করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেছেন, আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কথা বলতে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। এ উদ্যোগের প্রশংসা না করে পারা যায় না। প্রধানমন্ত্রীর এই আমন্ত্রণের পর হয়তো শিক্ষকরা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পাবেন। সমাধানেরও হয়তো একটা পথ সৃষ্টি হবে। শিক্ষাঙ্গনে আবারও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে।

রবিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল আইয়ের সংবাদ পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো ‘গ্রামীণফোন আজকের সংবাদপত্র’ অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে ড. মজুমদার এ কথা বলেন। সাংবাদিক শাহরিয়ার আকাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বদিউল আলম মজুমদার সাম্প্রতিক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনা ও পুলিশের হাতে ব্যাংক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন ব্যক্তির নির্যাতনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আরো আগে পৌঁছতে পারলে হয়তো দাবিগুলো তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু এখনো যে খুব বেশি সময় চলে গেছে তা বলা যাবে না। আর আন্দোলনের শুরুতেই আসলে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। তিনি আরো বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী সোমবার বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষক নেতাদের চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এমন এক সময় শিক্ষকদের ডেকেছেন, যখন শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী দুজনই দেশের বাইরে। তাই শিক্ষকদের চলমান আন্দোলন ও দাবি আদায়ে আরো জটিলতা তৈরি হতেও পারে। তার পরও আমরা আশা করব, নিশ্চয়ই একটা সমাধানের পথ তৈরি হবে।’

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন শিক্ষার্থীর মারা যাওয়া প্রসঙ্গে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘দুর্ঘটনায় স্বজন হারানো পরিবারের জন্য সান্ত্বনার বাণী আমাদের কাছে নেই। যদি আমরা সবাই একটু সচেতন হয়ে সড়কে চলাচল করি, দুর্ঘটনা কমে আসবে। অনেক কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মহাসড়কের রাস্তা হতে হবে যুগোপযোগী, টেকসই, ভালো বা উন্নতমানের, যেন সবারই ব্যবহার উপযোগী হয়। কিন্তু আমাদের দেশের রাস্তাঘাট জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা হয়। তৈরি করার ছয় মাসের মধ্যেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে—এমন অনেক রাস্তার নজির আছে। যেকোনো ধরনের সড়ক নির্মাণে আমাদের অধিক যত্নবান হতে হবে। আমার মনে হয়, সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারের নজরদারি আরো বাড়ানো প্রয়োজন। তা ছাড়া স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম কখনোই যেন গ্রহণযোগ্য না হয় সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া দেশের বেশির ভাগ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী থাকে চালকের অদক্ষতা। দুর্ঘটনার পরও এসব চালকের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। আবার এও সত্য যে বেশির ভাগ চালকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দেওয়ার মতো অবকাঠামো সরকারের এখনো নেই। এটি সরকারের ব্যর্থতা। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরে এসেও একটি দেশের যোগাযোগব্যবস্থায় এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা মেনে নেওয়া অসম্ভব।’

ড. বদিউল আলম মজুমদার আরো বলেন, ‘ড্রাইভিং পেশাটা আমাদের দেশে এখনো নিম্নমানের পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে, বাস ও ট্রাক ড্রাইভাররা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টাই পরিশ্রম করেন। এত সময় তাঁরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথঘাটে থাকতে থাকতে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়। তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে তাঁরা তাঁদের পেশায় মনোনিবেশ করতে পারেন না। এটিও দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ।’ তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনো অনেক কিছু পুরনো পদ্ধতিতে, এর মধ্যে বাংলাদেশের ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা একটা। এই ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন প্রয়োজন।